দৈনিক ইনকিলাব

2 APR 1987

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারায় ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে Montgomitry watt বলেনঃ "When one keeps hold of all the facets of the medicral confchristianity and Islam, it is clear that the influence rontation of Islam on western Christendoms is greater than is usually realized. Not only did Islam share with Western Europe many material products and technological discoveries, not only did it strmulate Europe intellecually in the fields of science and philosophy; but it provoked Europe into forming a new image of itself. Because Europe was reacting against Islam, it belittled the influence of the saraccns and exaggerated its defendence on its Greek and Rroman heritage. so today, an important taks for over western Europeans .... is to correct this false emphasis and to acknowledge fully our debt to the Arab and Islamic World". (W. Montgomatry watt, The Influence of Islam on Medieral Eurpe, Edinturgh University Press, 1972). বিশ্ব সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষাবিদদের সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রসংগটির অবতারণা করা হলো। বাগদাদ ও স্পেনের পতনে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাহত হলেও মুসলিম শাসিত মিসর, মধ্য এশিয়া ও এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এতদ্দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং জনগণের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কল্যাণ সাধনে ফলপ্রসূ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত একই পদ্ধতির জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই উপমহাদেশে তুর্কী ও মোঘল শাসনামলে এবং বংগদেশে ১৩শ শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় তা ছিল

জ্যোতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিদসহ অসংখ্য শিক্ষাবিদের জন্ম দিয়েছে যাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম প্রাধান্য সমুন্নত রেখেছিলেন। মুসলিম ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির সাথে তৎকালীন ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে General Sleeman বলেনঃ There were few nations in the world which held education so dear as the MUslims of India. Even a person earning a small fittance of Rs. 20/-per monsum would provide education for his children befitting the progency of a prime minister. All knowledge acquired by the youth of England. Through Greek and Latin was received by the youngmen of the Sub-continent through persian and Arabic and after a seven years course of study, the Muslim youth become as proficient in Grammar, Diatectics and Logic as an oxford graduate of these days and could discuss the teachings of Socrates, plato, Aristotle Gelen and Avicenna with great ease and self possession. In fact, this ancient form of Rearning developed a delightful poise and balance in the personality of the pupil and the qualities developed through this training in humnities and classical languages were in way inferior to those derived from a training in greek and Latin. (Quoted from: History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Islamic Foundaton, Dhaka, 1983, pp 24-25). মুসলিম বংগের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ রাজনীতিবিদ E. C. Bayley মন্তব্য করেন "They (the Muslim) possessed a system of education which, however, inferior to that which we have established was yet by no means to be disfired, was capable of affording a high degree of intellectual training and polish was founded on

ঢাকা, সোনারগাঁও, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য শহরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বংগদেশে ইসলামী শিক্ষার নামে যে সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার পাঠ্যসূচী কুরআন, হাদীছ, ফিকহ শাস্ত্র, আরবী ও ফার্সী ভাষার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে মাদ্রাসা নামে সুপরিচিত যে ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে সাধারণভাবে এই অতি সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী পাঠ্যসূচী অনুসৃত হয়ে আসছে।

এই পতন যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে "সৃষ্ট নিশ্চল সমাজ ব্যবস্থা এবং জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু ও গতিহীন করে রাখে। এই সংকুচিত শিক্ষা পদ্ধতিতে ইসলামের সামগ্রিক জীবন বিধানের সঠিক ও সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে আধুনিক জীবনের চাহিদা পূরণ ও জটিল সমস্যাদির সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এটা সহায়ক নয়। এ দেশে বৃটিশ শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জীবন দর্শনকে কেন্দ্র করে ১৮৩৫ সালে জনশিক্ষার নামে ধর্মহীন ও মুসলিম জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়, সংগতকারণেই মুসলিম সমাজ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এই সম্পর্কে মুসলিম জনমতের প্রতিধ্বনি করে Hunter বলেনঃ The truth is that one system of public instruction, which has awakened the Hindus from the sleep of centuries, and quickened their inert masses with some of the noble impulses of a nation, is opposed to the traditions, unsuited to the requirements and hateful to the religion of the Muslims. Before the country passed to Us they were not only the political but the intellectual power in India. They possessed a system of education which was capable of affording a high degree of intellectual training and polish...., a system which secured to them an intellectual

কিভাবে পঙ্গু, সংকুচিত এবং সমাজ জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় হান্টারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসানকল্পে ১৯১৫ সালে নিউস্কীম পদ্ধতি চালু হলে ১৯৪৭ সালের পরেই তা বিলোপ পায়। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ইসলামী শিক্ষার পুনর্বিন্যাসে এর কোন ভূমিকা নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের প্রয়াসের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে। এই ব্যবস্থাও অতি সীমিত এবং তাও আংশিকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের ফলে নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলোঃ এতে কি আমাদের জাতীয় শিক্ষা সমস্যার কোন সমাধান হবে? দেশে বর্তমানে স্বতন্ত্র আদর্শমুখী জীবন দর্শনের অনুযায়ী দু'টি স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি সমান্তরালভাবে চালু আছে এবং মতাদর্শের সংঘাতের ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আশংকাজনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পরাধীনতার যুগে মুসলিম বিশ্বের সকল দেশে পরস্পর বিরোধী দ্বিবিধ ধারার শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় আদর্শের অন্তর্দ্বন্দ্বে এ সকল দেশ এখন ক্ষতবিক্ষত। মুসলিম শিক্ষাবিদ ও মনীষীবৃন্দ মুসলিম উম্মাহকে এরূপ সংকটজনক ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের আলোকে আমূল পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। প্রচলিত দ্বি-নীতির শিক্ষা পদ্ধতির কোন একটিকে বিলোপ করে জাতীয় শিক্ষা সংকটের নিরসন যে সম্ভব নয় মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া এবং এই উপমহাদেশে অতীতে এ ধরনের বহু প্রয়াসের চরম ব্যর্থতাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলিম বিশ্বের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ এখন আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেন যে, জাতীয় লক্ষ্য ও আর্দশের প্রেক্ষিতে উভয় শিক্ষা পদ্ধতির দোষ-ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে যুক্তিসংগতভাবে দ্বিধারার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব। এরূপ সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ১৯৬৩ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে বিশদ রিপোর্ট প্রণয়ন করেন তাতে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা রয়েছে। ১৯৭৭ সালে গঠিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্কীম কমিটি উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা পেশ করেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ১৯৮৬ সালে বর্তমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, আদর্শ ও অনুষদসমূহ এবং অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে যার